নিমগাছি সমাজভিত্তিক মৎস্যচাষ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০১১

সিরাজগঞ্জ জেলার রায়গঞ্জ ও তাড়াশ এবং পাবনা জেলার চাটমোহর ও ভাঙ্গুরা উপজেলার প্রায় ৬৭৪.৭৬ হেক্টর আয়তন বিশিষ্ট ৭৮৩ টি সরকারী পুকুর/দিঘি/জলাশয় নিয়ে মৎস্য অধিদপ্তরের আওতায় নিমগাছি মৎস্য প্রকল্পটি ২০/০১/১৯৮৬ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত চলমান ছিল। প্রকল্প শুরুর প্রাক্কালে মৎস্য অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে উক্ত এলাকায় মৎস্য চাষের অনুপযোগী জঙ্গালাকীর্ণ এলাকা পরিস্কার করে ও জলজ আগাছায় পরিপূর্ণ দীর্ঘ দিন ধরে পড়ে থাকা হাজা-মজা পুকুর-দিঘীর কচুরি-পানা ও জলজ আগাছাসহ অন্যান্য উদ্ভিদ অপসারণের পর পুকুর সংস্কার, পুণঃখনন করা এবং প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নিমার্ণ করে নিমগাছি মৎস্যচাষ প্রকল্প বাসত্মবায়ন করা হয়।মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি, রেণু ও পোনা উৎপাদন, মৎস্য প্রযুক্তির উন্নয়ন ও হস্তান্তর এবং মৎস্য বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট সংশ্লিষ্ট এলাকায় মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন করে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়নই ছিল প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। মৎস্য অধিদপ্তরের অভিজ্ঞ জনশক্তির মাধ্যমে প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু করে। মৎস্য বিষয়ক প্রযুক্তি উন্নয়ন এবং প্রদর্শণী খামার স্থাপন ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রযুক্তি হসত্মামত্মর ও মৎস্য বিষয়ক উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের পর প্রকল্পের কার্যক্রম অব্যাহত ছিল।

১৯৮৬ সালে মৎস্য অধিদপ্তরের কোন প্রস্তাবনা বা প্রকল্পের কার্যক্রমের মূল্যায়ন না করেই হঠাৎ করে নিমগাছি মৎস্য চাষ প্রকল্পের চলমান কার্যক্রমসহ সব অবকাঠামো গ্রামীণ ব্যাংক-কে ২৫ বছরের জন্য ইজারা প্রদান করা হয়। গ্রামীণ ব্যাংকের অনুকূলে প্রদত্ত ইজারা মেয়াদ গত ২০/০১/১১ খ্রি: তারিখে উত্তীর্ণ হয়েছে।

মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়ের ০৯/০৬/০৯ খ্রি: তারিখের মপম/মৎস্য-২(গ্রামীণ মঃপঃসঃ ফাউন্ডেশন)-১২১/২০০৬/১০৫ সংখ্যক পত্রে সাবেক নীমগাছি মৎস্যচাষ প্রকল্পটির ইজারার চুক্তি পুনরায় নবায়ন করা হবে না মর্মে নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে এবং চুক্তির মেয়াদ শেষে অতিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণে সমাজভিত্তিক মৎস্যচাষ কার্যক্রম শুরু করার প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে নিমগাছি মৎস্যচাষ প্রকল্প মৎস্য অধিদপ্তরের নিকট হস্তান্তরের পর অভীষ্ট জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণে সমাজভিত্তিক ব্যবস্থাপনায় পরিচালনার জন্য নিম্নরূপ নীতিমালা অনুসরণপূবর্ক নিমগাছি সমাজভিত্তিক মৎস্যচাষ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালিত হবে।

বিগত সময় গুলিতে গ্রামীণ মৎস্য ও পশুসম্পদ ফাউন্ডেশন এটির পরিচালনার দায়িত্বে থাকাকালীন সময়ে স্থানীয় সুফলভোগীগণ প্রকল্প হতে প্রাপ্ত আয়ের ৫০% অধিকার ছিল। বর্তমান নীতিমালা বাস্তবায়িত হলে তারা ১০০% অধিকার পাবে। এছাড়াও বেকার যুব ও যুবমহিলা,মুক্তিযোদ্ধা, প্রতিবন্ধী, স্থানীয় হতদরিদ্র ও দুঃস্থগণ যারা কোন সরকারী সহায়তা প্রাপ্ত হন না তাদের এ নীতিমালায় অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে।

১. নীতিমালা

নীতিমালা বলতে নিমগাছি সমাজভিত্তিক মৎস্যচাষ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০১১ কে বুঝাবে।

২. নিমগাছি সমাভিত্তিক মৎস্যচাষ ব্যবস্থাপনার নীতিমালার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

২.১ উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনা

ক. নিমগাছী সমাজভিত্তিক মৎস্যচাষ ব্যবস্থাপনায় টেকসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও প্রয়োগ করে পরিকল্পিত বাবে মৎস্যচাষ ও উৎপাদন কার্যকমের মাধ্যমে জলাশয়সমূহে সবোর্চ্চ মৎস্য উপাদন করা যা সংশ্লিষ্ট এলাকায় সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার, ব্যবস্থাপনা এবং অভীষ্ট জনগোষ্ঠীর জীবন মানের অধিকতর উন্নয়ন নিশ্চিত করবে।

খ. কৌলিতাত্তিক ভাল গুণাগুণ সম্পন্ন উন্নত ব্রুড সংগ্রহের মাধ্যমে মানসম্পন্ন পোনা উৎপাদন করা যা প্রকল্পে এবং আশে পাশের ব্যক্তি মালিকানাধীন জলাশয় সমূহে মাছের সর্বোচ্চ উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে এবং সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর আয় বৃদ্ধির সহায়ক হবে।

গ. প্রাকৃতিক উৎস অথবা বিদেশী উৎস থেকে রেণু/পোনা সংগ্রহের মাধ্যমে বাংলাদেশে চাষযোগ্য কৌলিতাত্ত্বিক মাছের গুণগত মানসম্পন্ন ব্রুড উৎপাদন করা যাতে প্রকল্পে এবং আশেপাশে বিভিন্ন হ্যাচারীতে মানসম্পন্ন পোনা উৎপাদনে অন্তঃপ্রজনন ও ঋণাত্মক নির্বাচন সমস্যার সমাধান করা যাবে।

ঘ. উন্নত ব্রুড, ব্রুড মানসম্পন্ন পোনা এবং সবোর্চ্চ মাত্রায় মাছ উৎপাদন এবং মৎস্য সম্পদের সামগ্রিক উন্নয়ন ও স্থায়ীত্বশীল মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি করে প্রাণিজ আমিষের যোগান বৃদ্ধি করা।

ঙ. মৎস্য অধিদপ্তরের সরাসরি নিয়ন্ত্রনে মানসম্পন্ন রেণু উৎপাদনের জন্য মৎস্য হ্যাচারী পরিচালনা এবং ব্রুড ব্যাংক স্থাপন ও ব্যবস্থাপনা।

২.২ দারিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান ও দারিদ্র বিমোচন

ক. পুকুর/দিঘি/জলাশয়ের চারিপার্শ্বে বসবাসরত দরিদ্র জনগোষ্ঠী/মৎস্যজীবি সম্প্রদায়ের সমন্বয়ে সুফলভোগী গ্রুপ গঠনের মাধ্যমে তাদেরঅধিকার প্রতিষ্ঠা, আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করা ও নেতৃত্ব সৃষ্টির মাধ্যমে সমস্যা চিহ্নিত করা ও সমাধান করা।

খ. সুফলভোগী গ্রুপের সদস্যদের পুকুর রেকর্ড বই সংরক্ষণ, দল পরিচালনা এবং পুকুরে মাছচাষ বিষয়ে বাস্তবভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান। এর ফলে সদস্যদের মাছচাষে দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

গ. স্থানীয় অভীষ্ট জনগোষ্ঠীকে সমাজভিত্তিক মৎস্যচাষ কার্যক্রমের আওতায় মাছ চাষে সম্পৃক্তকরণ।

ঘ. মাছ/পোনা উৎপাদন ও বাজারজাত করণে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।

২.৩ সচেতনতা ও উদ্বুদ্ধকরণ

ক. নিমগাছী সমাজভিত্তিক মৎস্যচাষ ব্যবস্থাপনার আওতাধীন এলাকার প্রতিটি ইউনিয়নে ১টি করে প্রদর্শনী খামার স্থাপন যাতে জনসাধারণ উন্নত মৎস্যচাষ প্রযুক্তি সরেমিনে প্রত্যক্ষ করে উন্নত মৎস্যচাষে উদ্বুদ্ধ হবে এবং অধিক মৎস্য উৎপাদনে সচেতনতা সৃষ্টি হবে।

খ. এলাকার ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, সদস্য ও গণ্যমান্যব্যক্তিসহ অভীষ্ঠ জনগোষ্ঠী নিয়ে সচেতনতা ও উদ্বুদ্ধকরণ সভা করা এবং সমাজভিত্তিক মৎস্য চাষ ব্যবস্থাপনা সর্ম্পকে সকল জনসাধারনের আগ্রহ সৃষ্টি করা।

গ. এলাকায় মৎস্য সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়নে সুফলভোগী গ্রুপের সদস্যদের দিয়ে এলাকায় ব্যাপক প্রচার ও বাস্তবায়নে কার্যকারী ব্যবস্থা গ্রহণ।

২.৪ পরিবেশ ও রোগ বালাই ব্যবস্থাপনা

ক. পুকুর/দিঘি/জলাশয় টেকসই মৎস্যচাষ ব্যবস্থাপনা প্রবর্তনের মাধ্যমে পরিবেশ বান্ধব সমাজভিত্তিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা।

খ. কৌলিতাত্ত্বিক ভাবে উন্নত ব্রুড মজুদ হতে মানসম্পন্ন সুস্থ্য সবল পোনা উৎপাদন ও চাষ কাজে তা প্রয়োগ করার মাধ্যমে মাছচাষে রোগের প্রকোপ কমানো।

গ. উন্নত ও লাগসই ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রয়োগ ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে রোগবালাই দমন এবং প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

২.৫ অন্যান্য সুবিধা

২.৫.১ সমাজভিত্তিক চাষ ব্যবস্থাপনা র মাধ্যমে পুকুর/দিঘি/জলাশয়ের সর্বোচ্চ উৎপাদন নিশ্চিতকরণ এবং টেকসই ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন।

২.৫.২ সরকারী নিয়ন্ত্রণে উন্নত ব্রুড ব্যবহার করে মাছের রেনু ও মানসম্পন্ন পোনা উৎপাদন।

২.৫.৩ দেশীয় প্রজাতির ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক উৎস হতে সংগৃহীত রেনু/ডিম পোনা এবং বিদেশী প্রজাতির ক্ষেত্রে বিদেশী উৎস হতে সংগ্রহীত পোনা ব্যবহার করে কৌলিতাত্ত্বিকভাবে উন্নত ব্রুড উৎপাদন এবং সংশ্লিষ্ট সুফলভোগীদের নিকট বিক্রয় ও বিতরণ।

২.৫.৪ মানসম্পন্ন পোনা উৎপাদনে টেকসই ব্যবস্থাপনার প্রবর্তন ও স্থায়ীত্বশীলকরণ।

২.৫.৫ সমাজভিত্তিক গ্রুপ পরিচালনা, পুকুরে মাছ চাষ, হ্যাচারী পরিচালনা, নার্সারী ব্যবস্থাপনা, উন্নত ব্রুড উৎপাদন ইত্যাদি বিষয়ে সুফলভোগী গ্রুপের সদস্য ও অন্যান্য আগ্রহী মৎস্যচাষীদের প্রশিক্ষণ পরিচালনা।

৩. নিমগাছি সমাজভিত্তিক মৎস্যচাষ ব্যবস্থাপনা পরিচালনার জন্য নীতিমালার পরিধি

৩.১ কার্যক্রমটির নাম হবে ''নিমগাছি সমাজভিত্তিক মৎস্যচাষ কার্যক্রম''। নিমগাছি সমাজভিত্তিক মৎস্যচাষ ব্যবস্থাপনার আওতাধীনপুকুর/দিঘি/জলাশয়ে সকল প্রকার উৎপাদন কাযর্ক্রমের সাথে জড়িত সংশ্লিষ্ট সকল সরকারী সংস্থা, সুফল ভোগী গ্রুপের সদস্যবৃন্দ নিমগাছি সমাজভিত্তিক মৎস্যচাষ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০১১ এর আওতাভূক্ত হবেন।

৪. বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে

নিমগাছি সমাজভিত্তিক মৎস্যচাষ কার্যক্রমের আওতাভূক্ত জলাশয়সমূহ।

৫. বাস্তবায়নের কৌশল

৫.১ উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনা

৫.১.১ আলোচ্য দেশীয় মাছ উৎপাদন বৃদ্ধি অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

৫.১.২ নিমগাছি সমাজভিত্তিক মৎস্যচাষ ব্যবস্থাপনার আওতাধীন এলাকায় বসবাসরত দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীদের নিয়ে গঠিত সুফলভোগী গ্রুপের মাধ্যমে সমাজভিত্তিক চাষ ব্যবস্থাপনার আওতায় মাছ উৎপাদন কার্যক্রম বাস্তবায়িত হবে।

৫.১.৪ সরকারী নিয়ন্ত্রণে মৎস্য অধিদপ্তরের মাধ্যমে উন্নত কৌলিতাত্তিক গুণাগুন সম্পন্ন রেনু/পোনা ও ব্রুড উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালিত হবে। প্রয়োজনে মৎস্য অধিদপ্তর নতুন নিয়োগের মাধ্যমে জনবল বৃদ্ধি করবে।

৫.১.৫ মৎস্য অধিদপ্তর উন্নত কৌলিতাত্ত্বিক গুণাগুন সম্পন্ন রেনু/আঙ্গুলী পোনা উৎপাদন পূর্বক সুফলভোগী দলের নিকট সরকার নির্ধারিত মূল্যে সরবরাহ করবে যা জলাশয়ে সবোর্চ্চ উৎপাদন নিশ্চিত করবে। অন্ত:প্রজননদুষ্ট, শংকরজাত কিংবা নিম্নমানসম্পন্ন কোন পোনা চাষ কার্যে ব্যবহার না করা নিশ্চিত করতে হবে।

৫.১.৬ মৎস্য অধিদপ্তর উন্নত কৌলিতাত্ত্বিক গুণাগুন সম্পন্ন রেনু ও আঙ্গুলী পোনা উৎপাদনের জন্য প্রাথমিক পর্যায়ে প্রাকৃতিক উৎস/ব্রুড ব্যাংক থেকে উন্নত ব্রুড সংগ্রহপূর্বক রেনু ও পোনা উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনা করবে। পরবরর্তিতে নিজস্ব পুকুরে কৌলিতাত্ত্বিক গুনাগুসম্পন্ন উন্নত ব্রুড উৎপাদন ও ব্যবহার করে মান সম্পন্ন রেনু ও পোনা উপাদন কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

৫.১.৭ মৎস্য অধিদপ্তর উন্নত কৌলিতাত্ত্বিক গুণাগুন সম্পন্ন ব্রুড উৎপাদনের জন দেশীয় প্রজাতির ক্ষেত্রে দেশের প্রাকৃতিক উৎস/নদ-নদী হতে (হালদা ও যমুনা) রেনু/পোনা সংগ্রহপূর্বক উন্নত ব্রুড উৎপাদন কার্যক্রম শুরু করবে। প্রতি বৎসরই নতুন ব্রুড মাছ উৎপাদনের জন্য পুনরায় প্রাকৃতিক উৎস থেকে রেনু সংগ্রহের মাধ্যমে ব্রুড তৈরীর কার্যক্রম পরিচালিত হবে। বিদেশী প্রজাতির ব্রুড উৎপাদনের জন্য বিদেশী প্রজাতির মূল উৎস হতে সংগৃহীত পোনা অথবা দেশে প্রাপ্ত উন্নত মজুদ থেকে পোনা সংগ্রহপূর্বক কার্যক্রম পরিচালিত হবে।

৫.১.৮ সংশ্লিষ্ট এলাকায় উন্নত ব্রুড উৎপাদন কার্যক্রম বাংলাদেশে ব্রুড ব্যাংক স্থাপন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নীতিমালা-২০১৪ অনুসরণপূর্বক পরিচালিত হবে।

৫.২ সমাজভিত্তিক মৎস্যচাষ ব্যবস্থাপনা

৫.২.১ সমাজভিত্তিক মৎস্যচাষ ব্যবস্থাপনার জন্য কমিটি

সরকার নিয়ন্ত্রিত মাছের রেনু ও পোনা উৎপাদনে ব্যববহারযোগ্য জলাশয় সমূহ ব্যতীত অন্যান্য জলাশয় সমূহ মাছ চাষের নিমিত্তে সুফলভোগী সদস্যদের সম্পৃক্ত করা হবে।এ পযার্য়ে সুফলভোগী গ্রুপ নির্বাচন ও অনুমোদনের জন্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে কমিটি থাকবে।কমিটি সমূহের রূপরেখা ও কর্ম পরিধি নিম্নরূপ হবে।

৫.২.১.১ উপজেলা সমাজভিত্তিক মৎস্যচাষ ব্যবস্থাপনা কমিটি

ক)	সংশ্লিষ্ট মাননীয় সংসদ সদস্য	প্রধান উপদেষ্টা
খ)	সংশ্লিষ্ট উপজেলা চেয়ারম্যান	উপদেষ্টা
গ)	সংশ্লিষ্ট উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যানগণ	উপদেষ্টা
ঘ)	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	সভাপতি
ঙ)	সহকারী কমিশনার (ভূমি)	সদস্য
চ)	উপজেলা কৃষি অফিসার	সদস্য
ছ)	উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিসার	সদস্য
জ)	অফিসার-ইন-চার্জ, পুলিশ স্টেশন	সদস্য
ঝ)	আনসার ও ভিডিপি অফিসার	সদস্য
ঞ)	উপজেলা সমবায় অফিসার	সদস্য
ট)	উপজেলা সমাজসেবা অফিসার	সদস্য

ঠ)	চেয়ারম্যান, ইউসিসিএ	সদস্য
ড)	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা	সদস্য
ঢ)	স্থানীয় বিএডিসি কর্মকর্তা	সদস্য
ণ)	লীড ব্যাংকের প্রতিনিধি	সদস্য
ত)	কমান্ডার, স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধা ইউনিট কমান্ড	সদস্য
থ)	সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান	সদস্য
দ)	নির্বাচিত সুফলভোগী প্রতিনিধি (১জন পুরুষ ও ১ জন মহিলা)	সদস্য
ধ)	সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা	সদস্য-সচিব

৫.২.১.২ কমিটির কর্মপরিধি

ক. সুফলভোগী গ্রুপ গঠনও অনুমোদন।

খ. সুফলভোগীদের জন্য পুকুর/দিঘী/জলাশয় নির্বাচন ও ব্যবস্থাপনায় আনয়ন।

গ. সুফলভোগীদের সচেতন করা যাতে তারা ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার মাধ্যমে সার্বিক কর্মকান্ড পরিচালনা করতে পারে এবং নিজেরাই নিজেদের সমস্যা সমাধান করতে পারে।

ঘ. সুফলভোগী গ্রুপের সদস্যদের মাঝে কাজের সমন্বয় সাধন করা।

ঙ. সুফলভোগী গ্রুপের মাধ্যে বিরোধ দেখা দিলে সুফলভোগী দলের সভাপতি কর্তৃক বিরোধ নিষ্পত্তি সম্ভব না হলে উক্ত বিরোধ নিরসন করা।

চ. গ্রুপের সদস্যদের সচেতনতা বৃদ্ধি, প্রযুক্তিগত জ্ঞান প্রয়োগ এবং উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা করা।

ছ. সুফলভোগী গ্রুপের সদস্যদের তালিকা বাৎসরিক সাধারণ সভার মাধ্যমে সংশোধন, পরিবর্তন, বা পরিবর্ধন নিশ্চিতকরণ।

জ. তফশিলী ব্যাংক ও প্রাইভেট ব্যাংকসমূহ হতে ঋণ প্রাপ্তিতে ও প্রকল্প বাস্তবায়নে সহযোগিতা করা।

ঝ. সুফলভোগীদের হিসাব-পত্রের বাৎসরিক অডিট নিশ্চিত করা।

৫.২.১.৩ জেলা সমাজভিত্তিক মৎস্যচাষ ব্যবস্থাপনা কমিটি

ক)	সংশ্লিষ্ট মাননীয় সংসদ সদস্যবর্গ	প্রধান উপদেষ্টা
খ)	জেলা প্রশাসক	সভাপতি
গ)	পুলিশ সুপার	সদস্য
ঘ)	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)	সদস্য
ঙ)	উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ	সদস্য
চ)	জেলা প্রাণিসম্পদ অফিসার	সদস্য
ছ)	উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড	সদস্য
জ)	জেলা এ্যাডজুটেন্ট, আনসারও ভিডিপি	সদস্য
ঝ)	সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা	সদস্য
ঞ)	সংশ্লিষ্ট উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা	সদস্য
ট)	লীড ব্যাংকের প্রতিনিধি	সদস্য
ঠ)	কমান্ডার, স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধা ইউনিট কমান্ড	সদস্য
ড)	স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিত্ব (২ জন, সভাপতি কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
ঢ)	নির্বাচিত সুফলভোগী প্রতিনিধি (১জন পুরুষ ও ১ জন মহিলা)	সদস্য
ণ)	সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক স্থানীয় প্রেসক্লাব	সদস্য
ত)	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	সদস্য-সচিব

৫.২.১.৪ কমিটির কর্মপরিধি

১. উপজেলা কমিটির কার্যক্রম তদারক

২.ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত যে কোন সমস্যার উদ্ভব হলে তার নিষ্পত্তি

৫.২.২পুকুর ব্যবস্থাপনার জন্য বন্দোবস্ত মূল্য ও মেয়াদ

ক. প্রতি শতকে বাৎসরিক প্রদেয় অর্থের হার সরকারী রাজস্ব ও পরিচালনা ব্যয়সহ প্রতিবছর নির্ধারিত হবে।

খ. সুফলভোগী দলকে পুকুর/দিঘী/জলাশয় প্রতি বছর বার্ষিক সাধারন সভার মাধ্যমে পুনরায় প্রদান করা।

গ. সুফলভোগী জনগোষ্ঠী সরকার নির্ধারিত হারে সকল প্রকার কর মৎস্য অধিদপ্তরের মাধ্যমে পরিশোধ করবে।

৫.২.৩সুফলভোগী গ্রুপ

৫.২.৩.১ সুফলভোগী গ্রুপের সদস্য নির্বাচন:

ক. দিঘী/পুকুর/জলাশয়ের চারপার্শ্বে কিংবা নিকটবর্তী এলাকায় বসবাসরত গরীব বা দরিদ্র জনসাধারন যাদের জমির পরিমান ০-৫ একর পর্যন্ত এমন সদস্যদের নিয়ে সুফলভোগী গ্রুপ গঠন করতে হবে।

খ. সংশ্লিষ্ট পুকুর/দিঘি/জলাশয়ের চারপার্শ্বে বসবাসরত দরিদ্র জনসাধারণ। বিশেষত: মৎস্যজীবি, মুক্তিযোদ্ধা, বিধবা, হতদরিদ্র (যারা কোন সরকারী সহায়তা পান নি) বেকার যুব ও যুব মহিলাগণ সুফরভোগী দলে অগ্রাধিকার পাবেন।

গ. সুফলভোগী গ্রুপের সদস্যদের সয়স ১৫-৬০ বছর হবে।

ঘ. প্রতি একরে ৬ জন করে সুফলভোগী নির্বাচন করা যাবে।

ঙ. সুফলভোগী গ্রুপে কমপক্ষে ৩০% মহিলা সদস্য অন্তর্ভূক্ত থাকবে।

চ. দিঘি/পুকুর/জলাশয়ের আয়তন ১ একরের কম হলেও ৬ সদস্য বিশিষ্ট সুফলভোগী গ্রুপ গঠন করা হবে।

ছ. খানা বা পরিবার প্রতি একজন করে সদস্য সুফলভোগী গ্রুপে অন্তর্ভূক্ত থাকবে।

জ. প্রতিটি জলাশয়ের জন্য ১টি করে সুফলভোগী গ্রুপ থাকবে।

৫.২.৩.২ সুফলভোগী দল পরিচালনার নিয়মাবলীঃ

ক. একটি সুফলভোগী দলের ন্যূনতম ৭ জন ।

খ. বড় পুকুরের ক্ষেত্রে সদস্য সংখ্যা আনুপাতিক হারে বেশী হবে।

গ. গ্রুপ পরিচালনার জন্য নিম্নবর্ণিত ভাবে ১টি পরিচালনা কমিটি থাকবে যারা সুফলভোগী গ্রুপের সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হবেন।

১।	সভাপতি	১ জন
২।	সহ-সভাপতি	১ জন
৩।	সম্পাদক	১ জন
৪।	কোষাধ্যক	১ জন
৫।	সদস্য	৩ জন (১ জন মহিলাসহ)

৫.২.৩.৩ কমিটির কর্যপরিধি

ক. বছরে কমপক্ষে ৩টি সভার আয়োজন করা ।

খ. জলাশয়ের উৎপাদন ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে সকল সদস্যদের অংশ গ্রহন নিশ্চিত করা।

গ. আয়ের অংশ যথাযথভাবে সংরক্ষণ এবং সকল সদস্যদের মাঝে সমভাবে বন্টন নিশ্চিত করা।

ঘ. গ্রপের সদস্যদের বিভিন্ন সমস্যা সভায় উপস্থাপন করা ও সমাধান করা ।

ঙ. প্রতি উৎপাদন বছরের প্রারম্ভে একটি উৎপাদন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন পূর্বক বার্ষিক সাধারণ সভার মাধ্যমে তা অনুমোদনপূর্বক বাস্তবায়ন করা।

চ. কোন কারণ কমিটির সভাপতি বা অন্য কোন পদ শূণ্য হলে নির্বাচনের মাধ্যমে ১৫ দিনের মধ্যে পুনরায় উক্ত শূণ্য পদ পূরণ করা।

ছ. দলের রেজিস্টার ও অন্যান্য নথিপত্র যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা।

জ. সামগ্রিকভাব পুকুরে মাছ উৎপাদনমূলক সকল কর্মকান্ড (নিয়মিত ও সময়মত পোনা অবমুক্তকরণ, জলাশয় পাহারা, আগাছা পরিষ্কার, রাক্ষুসে ও অবাঞ্চিত মাছ অপসারণ, সার প্রয়োগ, খাদ্য প্রয়োগ, মাছ আহরণ ইত্যাদি) পর্যালোচনা করা ।

ঝ. পোনা মজুদ ও মাছ আহরণের বিষয়ে দলের অন্যান্য সদস্যদের অবহিত করা।

ঞ. গ্রুপের সদস্যদের মাঝে কাজ বা দায়িত্ব বন্টন করা।

চ. সুফলভোগী গ্রুপ শুধুমাত্র জলাশয়ের পানি ব্যবস্থাপনা করবেন। জলাশয়ের পাড় ব্যবস্থাপনা উপজেলা কমিটির আওতায় থাকবে।

৫.২.৩ সুফলভোগী দল পরিচালনা কমিটির মেয়াদ-৩ (তিন) বছর।

৫.২.৪.১ সুফলভোগী দল পরিচালনর কমিটি নির্বাচনে প্রার্থীর যোগ্যতা

ক. সুফলভোগী দলের সুস্থ্য, কর্মক্রম, যে কোন ব্যক্তি কমিটির সভাপতি, সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ ও সদস্য পদে প্রার্থী হতে পারবেন।

৫.২.৪.২ সুফলভোগী দল পরিচালনা কমিটি নির্বাচন

ক) প্রার্থীগণ বার্ষিক/বিশেষ সাধারণ সভায় দলের সদস্য দের দ্বারা নিবার্চিত হবেন।

৫.২.৫ সুফলভোগী দল পরিচালনা কমিটির দায়িত্ব

৫.২.৫.১ সভাপতির দায়িত্ব

ক. মাসিক সভায় সভাপতিত্ব করা।

খ. গ্রুপের সদস্যদের কে পুকুরের সার্বিক উৎপাদন কর্মকান্ডের (নিয়মিত ও সময়মত পোনা অবমুক্তকরণ, জলাশয় পাহারা, আগাছা পরিষ্কার, রাক্ষুসে ও অবাঞ্চিত মাছ অপসারণ, সার প্রয়োগ, খাদ্য প্রয়োগ, মাছ আহরণ ইত্যাদি) সাথে সংগঠিত ও সম্পৃক্ত করা।

গ. মাছ বিক্রির প্রাপ্ত টাকা হতে নির্ধারিত টাকা ব্যাংক দলের সঞ্চয়ী হিসাবে জমা রাখা এবং অবশিষ্ট টাকা সুফলভোগীদের মাঝে সমবন্টনের সার্বিক তদারকী করা।

ঘ. হিসাব নিরীক্ষা, নির্বাচন পরিচালনা ইত্যাদিসহ কমিটির অন্যান্য কার্যক্রমে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করা।

ঙ. সদস্যদের মাঝে কোন্দল বা ভুলবুঝাবুঝির মীমাংসা করা।

৫.২.৫.২ সহ-সভাপতির দায়িত্ব

ক. সভাপতির অনুপস্থিতিতে সবাপতির দায়িত্ব পালন করা ।

খ পুকুর /দিঘী/জলাশয় উন্নয়ন সংক্রান্ত কাজসহ বিভিন্ন কাজে সভপতিকে সার্বিক সহযোগিতা করা।

গ. গ্রুপের সদস্যদের কে পুকুরের সার্বিক উৎপাদন কর্মকান্ডের (নিয়মিত ও সময়মত পোনা অবমুক্তকরণ, জলাশয়, পাহার, আগাছা পরিষ্কার, রাক্ষুসে ও অবাঞ্চিত মাছ অপসারণ, সার প্রয়োগ, খাদ্য প্রয়োগ, মাছ আহরণ ইত্যাদি) সাথে সংগঠিত ও সম্পৃক্ত করা।

ঘ. দলের সদস্যদের মাছ চাষ কার্যক্রমের সকল বিষয়ের সমন্বয় সাধন করা।

ঙ. দলের সদস্যদের বিভিন্ন সমস্যা (অর্থ ব্যতীত) সুফলভোগী দল পরিচালনা কমিটির সভায় উপস্থাপন করা।

৫.২.৫.৩ সম্পাদকের দায়িত্ব

ক. সভাপতির অনুমতিক্রমে নিয়মিত মাসিক সভা আহবান করা ও মাসিক সভায় প্রয়োজনীয় তথ্য উপস্থাপন করা এবং সভার কার্যবিবরণীও সিদ্ধান্তসমূহ সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ করা।

খ. পুকুর পাহারাসহ অন্যান্য সকল কাজে সুফলভোগীদের দৈনিক অংশ গ্রহণের হাজিরা তথ্য সংরক্ষণ করা।

গ. দলের সকল সদস্যরা যেন আয়ের সমান অংশ যথাসময়ে সুষ্ঠভাবে তা নিশ্চিত করা।

৫.২.৫.৪ কোষাধ্যক্ষের দায়িত্ব

ক. সংগঠনের সার্বিক ও আর্থিক নিরীক্ষা কাজে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র উপস্থাপন ও সহযোগিতা করা।

খ. সমিতির আয়-ব্যয়ের হিসাব নিকাশ রাখা এবং মাসিক সভায় রিপোর্ট আকারে তা পেশ করা । বার্ষিক সাধারণ সভায় বা প্রয়োজন মাফিক যে কোন সভায় সুফলভোগী দলের আয়-ব্যয়ের প্রতিবেদন পেশ করা।

গ. সুফলভোগী দলের সকল হিসাব সংক্রান্ত তথ্য হিসাব বহিতে সংরক্ষণ করা এবং দলের আর্থিক লেনদেন করা ও আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত সকল প্রকার রশিদ প্রদান এবং কপি সংরক্ষন করা।

ঘ. ভূমিকর ও অন্যান্য বিল পরিশোধ করা।

ঙ. দলের রেজিস্ট্রার ও অন্যান্য নথিপত্র যথাযথভাবে সংরক্ষন করা।

৫.২.৫.৫ সদস্যদের দায়িত্ব

ক. সুফলভোগী গ্রুপ পরিচালনা কমিটির সকল কর্মকান্ডে অংশগ্রহন করা।

খ. সুফলভোগী গ্রুপের স্বার্থ সংরক্ষণে সচেষ্ট থাকা।

গ. সাধারণ সদস্যদের সুফলভোগী গ্রুপ পরিচালনা কমিটির সকল কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করা ।

ঘ. সভাপতির নির্দেশ মোতাবেক জলাশয় পাহারা, আগাছা পরিস্কার ও অপসারণ, পোনা প্রতিপালন ও মজুদ এবং মাছ আহরণসহ সকল কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করা।

ঙ. সুফলভোগী গ্রুপ পরিচালনা কমিটির মাসিক সভায় যোগদান করা।

চ. সভাপতি/কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করা।

৫.২.৬ তহবিল ব্যবস্থাপনা

ক. সুফলভোগী দলের যাবতীয় কর্মসূচি সম্পাদনের জন্য সুফলভোগী দল পরিচালনা কমিটির নামে সভাপতি/সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষের যৌথ নামে একটি সঞ্চয়ী ব্যাংক একাউন্ট থাকতে হবে। সভাপতি/সম্পাদকের ও কোষাধ্যক্ষের যৌথ স্বাক্ষরে উক্ত হিসাব পরিচালিত হবে।

খ. ব্যাংক একাউন্ট জলাশয়ের নিকটতম যে কোন তফসিলী ব্যাংকে খোলা যাবে।

গ. সুফলভোগী গ্রুপের সদস্যদের প্রাপ্ত অংশ হতে নির্ধারিত পরিচালনা ব্যয়ের টাকা ব্যাংক একাউন্টে জমা রাখতে হবে।

৫.২.৭ বিশেষ তহবিল ব্যবস্থাপনা (Special Fund Management)

ক. বিশেষ তহবিল ব্যবস্থাপনা

- প্রতিটি সুফলভোগী দলকে তাদের মৎস্য চাষের আয়ের ১০% (দশ শতাংশ) একটি বিশেষ তহবিলে জমা রাখতে হবে।
- এই তহবিল হতে স্থানীয় ভাবে সুফলভোগীগণ কর্তৃক প্রকল্পের কাজে অস্থায়ীভাবে নিয়োজিত জনবলের বেতন ভাতাদি পরিশোধ করা হবে।
- অস্থায়ীভাবে নিয়োকৃত জনবল উপজেলা সমাজভিত্তিক ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হবে।
- সংশ্লিষ্ট জেলা মৎস্য কর্মকর্তা ও সুফলাভোগী দলের সভাপতি/কোষাধ্যক্ষ এর যৌথ স্বাক্ষরে তফসিলি ব্যাংকে প্রত্যেক সুফলভোগী দলের অনুকূলে একাউন্ট খুলে এ তহবিল পরিচালনা করতে হবে।
- একাউনটে জমা অর্থের প্রকৃত মালিক হবে সুফলভোগী দলের সকল সদস্য।
- সুফলভোগী দলের সদস্যরা ৫% সুদে এ তহবিল হতে ঋণ গ্রহণ করতে পারবে, তবে তা বিশেষ তহবিল ব্যবস্থাপনা পর্যদ কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে।

খ. বিশেষ তহবিল ব্যবস্থাপনা পর্যদঃ

১. মহা-পরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা।	চেয়ারম্যান
২. সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের প্রতিনিধি	সদস্য
৩. সংশ্লিষ্ট জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	সদস্য
৪. সুফলভোগী দলের দুইজন সদস্য (মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত)	সদস্য
৫. উপ-পরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী	সদস্য সচিব

গ. পর্ষদের কার্যাবলীঃ

- আপদকালীন সময়ে সুফলভোগীদের জন্য তহবিল ব্যয়ের অনুমতি প্রদান।
- সুফলভোগীদের জন্য ঋণের আবেদন বিবেচনা করা ও অনুমোদন প্রদান করা।
- বিশেষ উন্নয়ন মূলক কার্যক্রম অনুমোদন ও ব্যয়ের অনুমতি প্রদান।

৫.২.৮ তথ্য সংরক্ষণ (Record Keeping)

সুফলভোগী গ্রুপ পরিচালনা কমিটিকে যে সমসত্ম রেজিস্টার তথ্য সংরক্ষণের জন্য ব্যবহার করতে হবে তার তালিকা নিমেণ দেওয়া হলো:

ক. ক্যাশ বহি।

খ. মজুদ বহি।

গ. রেজুলেশন বহি (জলাশয়ের উৎপাদন পরিকল্পনা বহি)

ঘ. নোটিশ বহি ।

ঙ. টাকা প্রাপ্তির রশিদ বহি।

চ. ব্যাংক একাউন্ট পরিচালনার পাশ বহি, চেক বহি, টাকা জমার বহি ইত্যাদি।

৫.৩ বিতরণ/বিপনন ব্যবস্থাপনা

৫.৩.১ উৎপাদিত খাবার যোগ্য মাছ সুফলভোগী গ্রুপ পরিচালনা কমিটি বা তার প্রতিনিধি বাজার যাচাইপূর্বক (স্থানীয়ভাবে/দরপত্রের মাধ্যমে) সুফলভোগী সদস্যগণের উপস্থিতিতে পুকুর পাড়ে অথবা নিকটস্থ আড়তে আগ্রহী ক্রেতাদের নিকট বিক্রয় করবে এবং বিক্রয়লব্ধ অর্থ হতে পূর্ব নির্ধারিত অর্থ ব্যাংক হিসাবে জমা করতে হবে এবং বাকী অর্থ সদস্যদের মধ্যে সহকারে বন্টন করবে। সভাপতি ও সম্পাদক মাছ বিক্রি তদারকি করবে।

৫.৩.২ খামার হতে সরকারীভাবে উৎাদিত কার্প জাতীয় মাছের রেনু/পোনা এবং উৎপাদিত ব্রুড সরকার নির্ধারিত মূল্যে বিক্রয় করা যাবে বিক্রয়লব্ধ অর্থ সরকারী বিধি মোতাবেক ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে সরকারী কোষাগারে জমা হবে। খামারে উৎপাদিত পোনা নিমগাছি এলাকাভূক্ত জলাশয়সমূহে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সরবরাহ করা হবে।

৫.৩.৩ ব্রুড মজুদ ব্যাংক স্থাপন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নীতিমালা ২০০৯ অনুযায়ী ব্রুড স্টক রিপ্লেসমেন্ট পদ্ধতি ব্যবহার করে সংরক্ষণ ও বিতরন করা যাবে।

৫.৩.৪ বাংলাদেশে মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট বা অন্যান্য স্বীকৃত গবেষণা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক জেনেটিক গবেষনায় উদ্ভাবিত মাছের জাত সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বিতরণ কার্যক্রমের আওতাভূক্ত করা যাবে।

৫.৪ মৎস্য হ্যাচারী ব্যবস্থাপনা

৫.৪.১ হ্যাচারী এবং সন্নিহিত জলাশয়সমূহ ও অন্যান্য ভৌত-অবকাঠাকমো মৎস্য অধিদপ্তরের আওতায় থাকবে।

৫.৪.২ ব্রুড ব্যাংক হতে ক্রয়কৃত অথবা নিজস্ব পুকুরে উপাদিত ব্রুড মাছ ব্রুডের প্রজাতিভিত্তিক অনুমোদিত আকার অর্থাৎ নির্ধারিত ওজন বা বয়সে উপনীত না হওয়া পর্যন্ত প্রজননক্ষম হলেও রেনু উৎপাদনের জন্য ব্যবহার করা যাবে না।

৫.৪.৩ কোন ক্রমেই প্রকল্পের হ্যাচারীতে অন্ত:প্রজননদুষ্ট ও শংকরায়নকৃত মাছ ব্যবহার করে রেনু উৎপাদন করা যাবে না।

৫.৪.৪ হ্যাচারীতে রেনু উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত পুরুষ ও স্ত্রী মাছের অনুপাত হবে ১:১। ২০০-৫০০ Ne (Effecting Dreeding Number) সম্পন্ন প্রতিটি প্রজাতির ব্রুড মাছের মজুদ রাখতে হবে।

৫.৪.৫ কৃত্রিম প্রজননে ব্যবহৃত প্রণোদক (Inducing Agent) সমূহের সংরক্ষণ ও প্রয়োগ মাত্রা যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।

৫.৫ মৎস্য সম্পদের উন্নয়নে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে উদ্বুদ্ধকরণ ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম

৫.৫.১ জলাশয়সমূহ মাছের সর্বোচ্চ উৎপাদন নিশ্চিতকরণে মানসম্পন্ন পোনা ক্রয় এবং আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীকে উৎসাহিত ও উদ্বুদ্ধকরণ গ্রহণ করতে হবে।সরকারী সহযোগীতায় বেসকারীভাবে রেনু, পোনা ও ব্রুড উৎপাদনে কারিগরী প্রশিক্ষণ সহ অন্যান্য সহযোগীতা প্রদান করতে হবে।

৫.৫.৩ প্রকল্পের কার্যক্রমকে আরো গতিশীল করার জন্য সময়ে সময়ে এলাকার জনপ্রতিনিধিসহ অন্যান্য গণ মান্য ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে উদ্বুদ্ধমূলক সভা/কর্মশালার আয়োজন করতে হবে।

৫.৬ আয় ও ব্যয় পরিচালনা

৫.৬.১ প্রতি বছরের জন্য একটি কর্মপরিকল্পনা তৈরী করা হবে। উৎপাদন ব্যয় ও বিক্রয়মূল্য দ্রব্যমূল্য হ্রাস-বৃদ্ধির সাথে সামঞ্জস্য রেখে কর্ম পরিকল্পনা প্রতি বৎসর সংশোধন করা যাবে।

৫.৬.২ সমাজভিত্তিক মৎস্যচাষ ব্যবস্থাপনার আওতায় সুফলভোগী গ্রুপের মাধ্যমে মাছ উৎপাদনের ব্যয় (পরিচালনা ব্যয়সহ) নির্বাহ করা হবে। সুফলভোগী দলের নিজস্বতহবিল হতে নির্বাহ করা হবে এবং মাছ বিক্রয়লব্ধ আয় গ্রুপের নিজস্ব আয় হিসাবে গণ্য হবে।

৫.৬.৩ সরকারী ভাবে উৎপাদিত রেনু, পোনা ও ব্রুডের উৎপাদন খরচ কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী মৎস্য অধিদপ্তরের রাজস্ব/উন্নয়ন বাজেট হতে পরিচালিত হবে।

৫.৬.৪ সরকারী কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রাপ্ত সমস্ত সরকারী আয় ট্রেজারী চালানে মাধ্যমে সরকারী কোষাগারে জমা হবে।

৬. নীতিমালা সংশোধন, সংযোজন বা পরিবর্তন

এ নীতিমালার আওতায় যে কোন নিয়ম/নীতিমালা বাস্তব প্রয়োগের ক্ষেত্রে পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংশোধন, সংযোজন বা বিয়োজনের প্রয়োজন দেখা দিলে মাঠ পর্যায়ের অভিজ্ঞতার আলোকে বিষয়টি বিশদভাবে আলোচনা ক্রমে স্থানীয় কমিটির সুপারিশ মোতাবেক মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তক অনুমোদন সাপেক্ষে উক্ত নীতিমালা সংশোধন, পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংযোজন বা বিয়োজন করা যাবে।

৭. বিবিধ

এই নীতিমালায় উল্লেখ নাই এমন কোন বিষয়ে প্রশ্ন বা সমস্যা দেখা দিলে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধান্ত চুড়ান্ত বলে গন্য হবে।

৮. জনবল

মৎস্য অধিদপ্তরাধীন কর্মকর্তা ও কর্মচারী গণ নির্ধারিত অর্গানোগ্রাম এর আওতায় এ কার্যক্রম বাস্তবায়নে কাজ করবে।